প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আইসিডিডিআর,বি 'বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানীদের জন্য মুজিব শতবর্ষ স্বাস্থ্য গবেষণা অনুদান' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে

ঢাকা, ১৪ জুন ২০২২:

আজ আইসিডিডিআর,বি এর সাসাকাওয়া মিলনায়তনে 'বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানীদের জন্য মুজিব শতবর্ষ স্বাস্থ্য গবেষণা অনুদান' পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে এবং আইসিডিডিআর,বি-র বিজ্ঞানভিত্তিক উৎকর্ষের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৪০০,০০০ মার্কিন ডলারের সম্মিলিত পরিমাণের দশটি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এই গবেষণা অনুদান প্রদানের এধরনের পদক্ষেপ এবারই প্রথম নেওয়া হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের নারী গবেষক ও বিজ্ঞানী গড়ে তোলা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইসিডিডিআর,বি, অর্থাৎ তৎকালীন কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি-কে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতেন এবং বাংলাদেশের যেকোনো জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করতেন। এছাড়াও, তিনি মনে করতেন যে বিজ্ঞানের জগতে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অন্যতম দূরদর্শী নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে নারী গবেষক ও বিজ্ঞানীদের একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করেন।

গত দশকে বাংলাদেশ অন্যান্য খাতের মতো স্বাস্থ্য খাতেও প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এই সাফল্য বয়ে এনেছে, যেক্ষেত্রে আইসিডিডিআর,বি-ও সরকারের একটি বড় সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে।

অনুষ্ঠানে আইসিডিডিআর,বি-র নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ দর্শক-শ্রোতাদেরকে স্বাগত জানান এবং এতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে ড. আহমেদ বলেন, "বিজ্ঞানে নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন, কারণ নারী গবেষকরা বড় ধরনের উদ্ভাবন ও যুগান্তকারী গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যোগ্য নারী গবেষকদের জনস্বাস্থ্যে তাঁদের গবেষণা ও উদ্ভাবন শুরু করতে এবং তাঁদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সহায়তা করার জন্য এই পুরস্কার প্রদান করতে পেরে আইসিডিডিআর,বি গর্বিত।"

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নারীরা এখন কোনো খাতেই পিছিয়ে নেই। আইসিডিডিআর,বি যোগ্য নারী গবেষক ও বিজ্ঞানীদেরকে এই গবেষণা অনুদান প্রদান করেছে বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস নারীর ক্ষমতায়নের এই উদ্যোগ বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে।"

আইসিডিডিআর,বি-র কৌশলগত লক্ষ্য এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আটটি বিষয়ের আওতায় পুরস্কার বিজয়ীদেরকে এই গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো: মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, আন্ত্রিক ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, উদ্ভবশীল ও পুনরুদ্ভবশীল সংক্রমণ, অপুষ্টি, সার্বজনীন স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু

পরিবর্তনের প্রভাব, অসংক্রামক রোগ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অধিকার। পুরস্কার বিজয়ীদেরকে তাঁদের প্রস্তাবনা এবং প্রকল্প প্রধানের সনদসমূহের গুণমানের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়ে গঠিত আইসিডিডিআর,বি-র সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজরি গ্রুপ (স্যাগ) প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন করেছে।

দশ জন পুরস্কার বিজয়ী এবং তাঁদের প্রকল্পের শিরোনাম নিম্নরূপ:

১. ডাঃ মোসাম্মৎ কামরুন নেসা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকল্পের শিরোনাম: দ্য অ্যাসেসমেন্ট অব ভালনারেবল এরিয়াস ইন দ্য সিলেট ডিভিশন ফর চাইল্ডহুড আন্ডারনিউট্রিশন

২. ডাঃ তানজিলা করিম, চেস্ট ডিজিজেস হসপিটাল, চট্টগ্রাম
প্রকল্পের শিরোনাম: ফিজিবিলিটি, অ্যাক্সেপ্টেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেশন অব এস-কনডম ইউটেরাইন বেলুন ট্যামপোনেইড (ইউবিটি) ইন ম্যানেজিং অ্যাট্রমাটিক পোস্টপার্টাম হেমোরেজ (পিপিএইচ) অ্যাট এ টারশিয়ারি কেয়ার ফ্যাসিলিটি ইন বাংলাদেশ

৩. তাহমিনা সুলতানা, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভার্ন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
প্রকল্পের শিরোনাম: অ্যাসেসমেন্ট অব দ্য ইউটিলাইজেশন অব গ্যাভি-ফান্ডেড বার্থিং রুম ফ্যাসিলিটি অ্যাট কমিউনিটি ক্লিনিকস অ্যান্ড দ্য সার্ভিস রেসিপিয়েন্টস' পারসেপশন অন সেইফ ডেলিভারি

৪. ওয়াসিফা তাসনিম শাম্মা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকল্পের শিরোনাম: ডেভেলপিং এ রেপ্লিকেবল এভিডেন্স বেইস ই-হেলথ মডেল ফর দ্য ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি ইন বাংলাদেশ

৫. মোসাম্মৎ নুরজাহান খাতুন, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
প্রকল্পের শিরোনাম: হেলথ কেয়ার নিডস অ্যান্ড ভালনারেবিলিটিজ অব ফিমেইল প্রিজনার্স: এ স্টাডি অব সিলেক্টেড জেইলস ইন বাংলাদেশ

৬. ডাঃ নওশিন পাপড়ি, আইসিডিডিআর,বি
প্রকল্পের শিরোনাম: এ প্রগনোস্টিক স্কোরিং সিস্টেম টু প্রেডিক্ট রেসপিরেটরি ইনসাফিশিয়েন্সি রিকিউয়ারিং মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন অ্যামং গুলেইন-বারি সিনড্রোম পেশেন্টস ইন লো-অ্যান্ড-মিডল-ইনকাম কান্ট্রিস

৭. ডাঃ শাহরিয়া হাফিজ কাকন, আইসিডিডিআর,বি
প্রকল্পের শিরোনাম: আনসুপারভাইজড ডিজিটাল স্ক্রিন টাইম অ্যান্ড ইটস অ্যাসোসিয়েশন উইথ মেনটাল হেলথ অব সাম সিলেক্টেড স্কুল-গোয়িং চিলড্রেন ইন ঢাকা সিটি: এ ক্রস-সেকশনাল স্টাডি

৮. ডাঃ কামরুন নাহার কলি, আইসিডিডিআর,বি
প্রকল্পের শিরোনাম: দ্য মেন্টাল হেলথ নেক্সাস বিটউয়িন হাউজহোল্ড স্ট্রেস অ্যান্ড ইন্টিমেইট পার্টনার ভায়োলেন্স ডিউরিং দ্য কোভিড-১৯ প্যানডেমিক অ্যামং দ্য আরবান স্লাম ডুয়েলার্স অব বাংলাদেশ

৯. ডাঃ নুরুন নাহার নায়লা, আইসিডিডিআর,বি
প্রকল্পের শিরোনাম: চেইঞ্জেস ইন দ্য নার্ভ ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজিক অ্যান্ড আল্ট্রাসনোগ্রাফিক প্রোপার্টিজ বিফোর অ্যান্ড আফটার কারেকশন অব সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন ইন আন্ডার-২ চিলড্রেন

১০. গুলশান আরা, আইসিডিডিআর,বি
প্রকল্পের শিরোনাম: লিংকিং হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অব অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস (১০-১৯ ইয়ার্স) উইথ দ্য লাইভলিহুড প্রোফাইলস অব হাউজহোল্ডস ইন রুরাল এরিয়াস অব নর্দার্ন বাংলাদেশ

একজন পুরস্কার বিজয়ী মোসাম্মৎ নুরজাহান খাতুন তাঁর আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, "আইসিডিডিআর,বি-র তরফ থেকে এই সম্মানজনক গবেষণা অনুদান প্রাপ্তি আমার গবেষণা কর্মজীবনে একটি মাইলফলক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাতীয় ও বৈশ্বিক সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে একজন নারী বিজ্ঞানী হিসেবে আমার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি সহায়তা করবে।"

একই রকমের উচ্ছাস প্রকাশ করে অপর একজন পুরস্কার বিজয়ী গুলশান আরা বলেন, "এই পুরস্কার আইসিডিডিআর,বি-তে আমার কর্মজীবনে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য আমার গবেষণার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে। আমি শিশু ও মায়েদের অপুষ্টি লাঘবের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে চাই, যা আমার দেশকে এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।"

যথাসময়ে, কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে প্রকল্পসমূহ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আইসিডিডিআর,বি-র সিনিয়র সায়েন্টিস্টরা পুরস্কার বিজয়ীদেরকে দিক-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করবেন। যোগ্য নারী গবেষকদের কাছে যেন এই আর্থিক অনুদান পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে আইসিডিডিআর,বি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি নতুন প্রজন্মের গবেষক ও বিজ্ঞানীদেরকে নিয়ে উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হবে।